ফাসেক সিরিজ-২

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু
বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত ফাসেক করা। পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে।

১. যে হজ্জ করবে, তার জন্য হজ্জের সময় স্ত্রী-সম্ভোগ, ফাসেকী (অন্যায় আচরণ) করা, কলহ-বিবাদ করা বৈধ নয়।

اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومٰتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَـٰٓأُوْلِى الْأَلْبٰبِ

হজ্জের মাসগুলি সুবিদিত। কেহ যদি ঐ মাসগুলির মধ্যে হাজ্জের সংকল্প করে তাহলে সে হাজ্জের সময়ে সহবাস, দুস্কার্য ও কলহ করতে পারবেনা এবং তোমরা যে কোন সৎ কাজ করনা কেন আল্লাহ তা জ্ঞাত আছেন। আর তোমরা তোমাদের সাথে পাথেয় নিয়ে নাও। বস্তুতঃ উৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া বা আত্মসংযম। সুতরাং হে জ্ঞানবানগণ! আমাকে ভয় কর। (২:১৯৭)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: হজ্জের ও ওমরাহের বিধানাবলি সম্পর্কে পূর্ণ ধারণার জন্য সূরা বাকারার ১৯৬ আয়াত থেকে ২০৩ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতে হবে।

তাকওয়া (আত্মসংযম) শ্রেষ্ঠ পাথেয়। এক শ্রেণীর লোক তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা) ও তাকওয়ার নামে হজ্জের সফরে প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগ্রহ না করে মানুষের নিকট ভিক্ষার হাত বাড়ায়। এরূপ কাজের নিন্দা করে প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগ্রহের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সফলতার জন্য 'তাকওয়া' পাথেয় অর্জনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।
(১৪৩ আল কুরআনুল কারিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

২. তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা করা, তখন সাক্ষি রাখো। (বেচাকেনা অথবা ঋণ দেয়া নেয়ার) চুক্তিপত্রের লেখক এবংহ চুক্তিপত্রের সাক্ষীদের যেনো ক্ষতিগ্রস্থ করা না হয়। যদি তোমরা যাদের ক্ষতিগ্রস্ত করো তবে সেটা হবে ফাসেকী (পাপ) করা।

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا فَإِن كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْـَٔمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَـٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান প্রদান করবে তখন তা লিখে নিবে; আর কোন একজন লেখক যেন ন্যায্যভাবে তোমাদের মধ্যে (ঐ আদান প্রদানের দলীল) লিখে দেয়, আর কোন লেখক যেন (দলীল) লিখে দিতে অস্বীকার না করে, আল্লাহ তাকে যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া, এবং ঋণ গ্রহিতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং তার উচিত স্বীয় রাব্ব আল্লাহকে ভয় করা এবং ওর মধ্যে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম না করা; অতঃপর ঋণ গ্রহীতা যদি নির্বোধ বা অযোগ্য অথবা লিখিয়ে নিতে অসমর্থ হয় তাহলে তার অভিভাবকরা ন্যায় সঙ্গতভাবে লিখিয়ে নিবে এবং তোমাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ সাক্ষীকে সাক্ষী করবে; কিন্তু যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে সাক্ষীগণের মধ্যে তোমরা একজন পুরুষ ও দু'জন নারী মনোনীত করবে, যদি নারীদ্বয়ের একজন ভুলে যায় তাহলে একজন অপর জনকে স্মরণ করিয়ে দিবে; এবং যখন আহবান করা হয় তখন সাক্ষীগণের অস্বীকার না করা উচিত, এবং ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ বিষয়ের নির্দিষ্ট সময় লিখে দিতে তোমরা অবহেলা করনা, এটা আল্লাহর নিকট অতি সঙ্গত এবং সাক্ষ্যের জন্য এটাই দৃঢ়তর ও সন্দেহে পতিত না হওয়ার নিকটতর; কিন্তু যদি তোমরা কারবারে পরস্পর হাতে হাতে আদান প্রদান কর তাহলে তা লিপিবদ্ধ না করলে তোমাদের পক্ষে দোষ নেই; কিন্তু বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য সাক্ষী রেখ, যেন লেখক কিংবা সাক্ষী ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি এরূপ কর (ক্ষতিগ্রস্ত) তাহলে তা তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহই তোমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

Click here: https://www.youtube.com/@morningbrightness603

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: পবিত্র কোরআনের সর্ববৃহৎ আয়াত এটা। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঋণ, ধারে ক্রয়-বিক্রয়, সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান দিয়েছেন। ঋণ, বেচাকেনা, ব্যবসা বানিজ্য ইত্যাদি লিখিত চুক্তিপত্র করতে হবে, মেয়াদের উল্লেখ থাকতে হবে এবং সাক্ষী রাখতে হবে। ব্যাবসায় নগদ আদান প্রদান লিখিত চুক্তি না হলে কোনো দোষ নেই।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা কুরআন মজীদে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেটা মেনে চলা ফরজ অবশ্য কর্তব্য। **এ সমস্ত নির্দেশ অমান্য করা ফাসেকী কাজ।** ফাসেকী কাজের জন্য আল্লাহ দুনিয়া এবং আখেরাতে আমাদেরকে শাস্তি দেবেন. দুনিয়ায় শাস্তি না দিলেও আখেরাতে আমাদেরকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

আমীন

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here: http://www.morningbrightness.fi/

Click here: https://www.youtube.com/@morningbrightness603